কালের কণ্ঠ

13 AUG 2013

তারিখ 13 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

লাখো শিক্ষার্থী পলিটেকনিকে ভর্তির প্রতিযোগিতায়

আজিজুল পারভেজ ▶

- ২৩ জেলায় এখনো ইনস্টিটিউট নেই
- কারিগরি শিক্ষায় ব্যাপক আগ্রহ
- চার বছরে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ এবং প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। প্রতিটি জেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা থাকলেও এখনো ২৩টি জেলায় তা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, দেশে ৫৯টি সরকারি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন হচ্ছে ১২ হাজার ৩৩৬টি। দুই শিফটে মোট ২৪ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পায়। হাতে-কলমে পড়ালেখা চলে ৩৪টি ট্রেডে।

প্রথম শিফটের ভর্তি কার্যক্রম এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে এই ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভর্তির ক্ষেত্রে ৫০% জিপিএর ভিত্তিতে এবং ৫০% লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। ১২ হাজার ৩৩৬ আসনের জন্য গত ২০ জুন অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৯৮ হাজার ৩৮৫ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ ১টি আসনের জন্য পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় ৭.৯৭ জন। ভর্তির ক্ষেত্রে অনলাইন কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০১০ সাল থেকে। ২০১০ সালে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৫৫ হাজার শিক্ষার্থী। চার বছর মেয়াদি শিক্ষাক্রমে আগামী অক্টোবরে ক্লাস শুরুর আগে দ্বিতীয় শিফটের ভর্তি কার্যক্রমও সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে। দ্বিতীয় শিফটে ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে।

কয়েক বছর আগেও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এত আগ্রহ ছিল না। সাম্প্রতিককালে তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসএসসি পর্যায়ে ২০০৫ সালে ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

লাখো শিক্ষার্থী পলিটেকনিকে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

যেখানে ১৮ হাজার পরীক্ষার্থী পাস করেছিল সেখানে চলতি বছর পাস করেছে ৭১ হাজার। এইচএসসি পর্যায়ে ২০০৫ সালে পাস করেছিল ৩০ হাজার শিক্ষার্থী। ২০১১ সালে পাস করেছে ৫৩ হাজার পরীক্ষার্থী। ডিপ্লোমা পর্যায়ে ২০০৫ সালে যেখানে তিন হাজার পরীক্ষার্থী পাস করেছিল সেখানে ২০১১ সালে পাস করেছে ১৮ হাজার।

কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এই খাতটি অবহেলিত ছিল। আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার মাত্র এক শতাংশ। গত চার বছরে এই হার দ্বিগুণ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ৩৫ বছরের মধ্যে এ হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়, কারিগরি শিক্ষায় ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টির কারণে বেসরকারি পর্যায়েও ব্যাপকভাবে গড়ে উঠছে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দেশে বর্তমানে ৩৭৫টি বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে জানা গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ৩০-৩৫ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষার জন্য দেশে ৬৯টি সরকারি টেকনিক্যাল কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে বলে জানা গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে ১০ হাজার।

কারিগরি শিক্ষার সুযোগ তৈরির জন্য দেশের প্রতি জেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার কথা। কিন্তু ২৩টি জেলায় এখনো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আবুল কাশেম জানিয়েছেন, যেসব জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নেই সেসব জেলায় তা স্থাপনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে জমা আছে। তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রতি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কারিগরি শিক্ষা এত দিন নবম শ্রেণী থেকে চালু থাকলেও সরকার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে তা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় তা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে।